গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়
ফুলপুর, ময়মনসিংহ।

বন্যা পরবর্তী কৃষক ভাইদের করণীয়

১। বন্যার পানিতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি বা আংশিক হয়েছে এমন জমির ক্ষেত্রেঃ-

- ❖ বন্যার পানিতে ভেসে আসা কচুরীপানা, পলি, বালি এবং আবর্জনা যত দ্রুত সম্ভব পরিষ্কার করতে হবে।
- ❖ বন্যার পানি সরে যাওয়ার পর পানি ছিটিয়ে বা স্প্রে করে কাদাযুক্ত ধান গাছ পরিষ্কার করে দিতে হবে।
- ❖ বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পরপর সার প্রয়োগ করা যাবে না, এতে ধান গাছ পচে যেতে পারে।
- ❖ বন্যার পানি নেমে যাওয়ার ৫-৭ দিন পর বিঘা প্রতি ৫ কেজি হারে পটাশ সার দিতে হবে।

২। বন্যা পরবর্তীতে চারাগাছ সম্পূর্নভাবে মাটিতে লেগে যাওয়ার কারণে ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পোড়া রোগ এবং খোল পঁচা রোগের প্রার্দুভাব দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে ৬০ গ্রাম থিওভিট+৬০ গ্রাম পটাশ সার+১০ গ্রাম জিংক ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতক জমিতে স্প্রে করতে হবে।

৩। বন্যাত্তোর গাছে মাজরা পোকা, বাদামি গাছফড়িং, পাতা মোড়ানো পোকা এবং পামরি পোকার আক্রমণের হাত থেকে রক্ষার জন্য পোকা বিশেষে হাত জাল, পার্চিং এবং প্রয়োজন হলে অনুমোদিত কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।

৪। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর জমিতে জো আসলে আগাম সবজি চাষ করা। তাতে সবজির অধিক দাম পাওয়া যাবে যা বন্যার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সহায়ক হবে।

৫। চলতি মাসে (অক্টোবর) বন্যার পানি নেমে যাওয়া জমিতে ঘন করে সরিষার বীজ বুনে দেওয়া। ঘন করে বীজ বুনলে অতিরিক্ত চারা তুলে শাক হিসেবে বিক্রি করা যাবে এবং সরিষাও ভালো হবে।

৬। বসতবাড়ির সবজি ও ফলের ক্ষতিগ্রস্থ গাছের বিশেষ যত্ন নেওয়া। নতুন চারা রোপন করে বসতবাড়ির সবজি ও ফল বাগানগুলো সমৃদ্ধ করা।